তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৫

**আইনজীবীরা হচ্ছে সমাজের বিবেক**

**-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আইনজীবীরা হচ্ছে সমাজের বিবেক। তাই তাদের নিজস্ব অবস্থান বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আইন পেশার মর্যাদা রেখে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আইনজীবীদের প্রচেষ্টায় দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আজ রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলএলএম ল ইয়ার্স এসোসিয়েশন (ডুলা) এর নতুন কার্য নির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে গাম্বিয়ার করা এক আবেদনের প্রেক্ষিতে আজ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত আইসিজে যে আদেশ দিয়েছে তার প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বলেছেন, এই আদেশ সারা বিশ্বের মুক্তিকামী শান্তিপ্রিয় মানুষের বিজয়। তিনি বলেন, মিয়ানমার বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিয়ে তাদের প্রকৃত আবাসভূমি ফিরিয়ে দিলেই এই সমস্যার সমাধান হবে।

এসোসিয়েশনের সভাপতি এডভোকেট এস এম মুনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি একেএম আব্দুল হাকিম ও বিচারপতি মোঃ রেজাউল হাসান, এডভোকেট জয়নুল আবেদীন, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট এএম আমিন উদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন বক্তৃতা করেন।

#

রেজাউল/ইসরাত/রফিকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৮৪

**গণতন্ত্র সূচকে ৮ ধাপ অগ্রগতিতে  প্রমাণ হয় সমালোচনা অন্তঃসারশূন্য**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিশ্ব গণতান্ত্রিক সূচকে বাংলাদেশের আট ধাপ অগ্রগতি দেশে গণতন্ত্র চর্চা নিয়ে সমালোচনাকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করেছে।

আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী একথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, দ্য ইকনোমিস্ট পত্রিকার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) এর সদ্য প্রকাশিত বিশ্ব গণতান্ত্রিক সূচক-২০১৯ এ বাংলাদেশের ৮ ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। প্রতিবেশী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ওপরে। এতে প্রমাণ হয়, দেশে গণতান্ত্রিক চর্চা নিয়ে সমালোচনা অন্তঃসারশূন্য।

একই সাথে 'দেশে বিএনপি'র নেতিবাচক রাজনীতি না থাকলে এক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি হতো, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত দুর্নীতি সূচকে দেশের অগ্রগতি প্রসঙ্গেও কথা বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, এ সূচকে দেশের তিন ধাপ অগ্রগতি এটাই প্রমাণ করে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে সুশাসন বিরাজ করছে এবং সুশাসনের পথে এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রয়েছে।

মতবিনিময়ের আগে নেদারল্যান্ডসের হেগে আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের গণহত্যা মামলায় দেওয়া রায়ের চারটি বিশেষ  অংশের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রথমতঃ মিয়ানমার আর কোনোভাবেই 'জেনোসাইড কনভেনশন' ভঙ্গ করবে না, নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দ্বিতীয়তঃ মিয়ানমারের সেনা বা অন্য কোনো বাহিনী কোনোভাবেই আর গণহত্যা বা এ ধরনের কাজে লিপ্ত হবে না বা প্ররোচনা দেবে না। তৃতীয়তঃ পূর্বে সংঘটিত সকল গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে এবং আগামী চারমাস পর আদালতের আদেশ পালনের 'কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট' দাখিল করতে হবে, যা পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রতি ছয়মাস অন্তর প্রতিবেদন দাখিল অব্যাহত রাখতে হবে।

আন্তর্জাতিক আদালতের এ রায়কে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'সেইসাথে আমি এটাও আশা করি, মিয়ানমার তাদের দেশ থেকে পালিয়ে আসা ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে অতি দ্রুত ফিরিয়ে নেবে এবং পূর্ণ নাগরিকত্ব দেবে।'

#

আকরাম/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯১৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে শুমারি গুরুত্বপূর্ণ

---পরিকল্পনা মন্ত্রী

চট্টগ্রাম, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে শুমারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুমারির কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে কেউ বাদ না যায় ।

মন্ত্রী আজ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১’ বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মাঠ পর্যায়ে গণনা কাজে নিবিড় মনিটরিংয়ের ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী বলেন, জনশুমারি ও গৃহগণনার কাজে পূর্বের চেয়ে আরো নিখুঁত তথ্য জাতির নিকট তুলে ধরতে হবে। এখানে কোনো আপস নয়। এবারের নির্ভুল গণনায় জনগণ সন্তুষ্ট হবে এবং এ বিভাগের কাজের মানের প্রতি জনগণের আস্থা প্রতিফলিত হবে বলে তিনি আশা করেন।

উল্লেখ, ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন ও দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের ষষ্ঠ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’র ক্ষণগণনা (কাউন্ট ডাউন) শুরু হবে আগামী ১৭ মার্চ। দেশব্যাপী জনশুমারির মূল গণনা ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এবারেই প্রথম বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশিদের এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশিদের জনগণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিভাগীয় কমিশনার মো আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর, ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ জাহিদুল হক সরকার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ও বিভাগীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বক্তৃতা করেন।

এরপর মন্ত্রী চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কে খান ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে নির্মিত শামসেন নাহার খান হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম ও ওয়াসেকা আয়েশা খান, সিএজি মুহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২

**বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯ ঘোষণা**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বিকেলে বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী এ পুরস্কার ঘোষণা করেন।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯ প্রাপ্তরা হলেন - কবিতায় মাকিদ হায়দার; কথাসাহিত্যে ওয়াসি আহমেদ; প্রবন্ধ অথবা গবেষণায় স্বরোচিষ সরকার; অনুবাদে খায়রুল আলম সবুজ; নাটকে রতন সিদ্দিকী; শিশুসাহিত্যে রহীম শাহ; মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম; বিজ্ঞান অথবা কল্পবিজ্ঞানে নাদিরা মজুমদার; আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনীতে ফারুক মঈনউদ্দীন এবং ফোকলোরে সাইমন জাকারিয়া।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি রবিবার বাংলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯ প্রদান করবেন।

১৯৬০ সালে প্রবর্তিত হয়ে এ পর্যন্ত ৩০৭ জন লেখক এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

#

অপরেশ/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১

বৈদেশিক বিনিয়োগকে সরকার নানাভাবে উৎসাহিত করছে

---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বৈদেশিক বিনিয়োগকে সরকার নানাভাবে উৎসহিত করছে। বিভিন্ন কোম্পানির আগ্রহকেও স্বাগত জানানো হয়। নিরাপদ বিনিয়োগের স্থান হিসেবে ইতোমধ্যে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সুনাম অর্জন করেছে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পার্তামিনা কর্তৃক বাংলাদেশে পার্তামিনা লুব্রিক্যান্ট বাজারজাতকরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, লুব্রিক্যান্টের ব্যবসা অর্ধ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের কারণে এ ব্যবসা ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। পার্তামিনার বাংলাদেশে আগমন লুব্রিক্যান্ট ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করবে। ফলে সুষম বাজার সৃজন হতে পারে। যারা বেজড অয়েলের ব্যবসা করে তারা ভালো সার্ভিস দিতে পারবে। এভাবে বিভিন্ন দেশের প্রোডাক্ট বাংলাদেশে আসতে থাকলে বিনিয়োগও বাড়বে।

এ সময় অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব ড. সুলতান আহমেদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত রিনা পি সুয়েমারনো (Rina P Soemarno), পার্তামিনা লুব্রিক্যান্টের পরিচালক (সেলস এন্ড মার্কেটিং) আন্দ্রিয়া মুসা উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০

ঝুলন্ত তার দ্রুত ভূগর্ভস্থ করা হবে

--- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বিদ্যুতের পোলে বিভিন্ন সংস্থার ঝুলন্ত তার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন এবং শহরের সৌন্দর্যহানি ঘটাচ্ছে। তাই দ্রুত এসব তার ভূগর্ভস্থ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিদ্যুৎ ভবনে ‘ঢাকা মহানগরীর রাস্তার পাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঝুলন্ত তার ও বিতরণ লাইনকে ভূগর্ভস্থ করা’ এর বিষয়ে আয়োজিত সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, মহাখালীস্থ DOHS, গুলশান সোসাইটি, নিকেতন সোসাইটি, মতিঝিল, বনানী, কাওরানবাজার এই পাঁচটি জোনে আগামী ৩০ মে এর মধ্যে ঝুলন্ত তার অপসারণ করতে হবে। তিনি বিতরণ সংস্থাগুলোকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি নতুন ৫টি জোন নির্ধারণ করবে। যেখান থেকে দ্রুত ঝুলন্ত তার অপসারণ করা হবে। এ সময় তিনি দ্রুত কাজ করে ঢাকা শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সকলের সহায়তা চান।

অনুষ্ঠানে NTTN, ISPAB, CoAB, BTCL, রাজউক-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা মতামত প্রদান করেন।

সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীনে যেখানে ভূগর্ভস্থ আন্ডারগ্রাউন্ড কেব্ল বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হবে সেখানে অন্যান্য ওভারহেড কেব্ল ওপারেটর সংস্থা ও সমিতির সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের কেব্লও একই সাথে ভূগর্ভস্থ করার ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়।

সভায় অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান আহমেদ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবুল মনুসুর, বিতরণ সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৯

মুজিববর্ষে ৬৮ হাজার ৩৮টি দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণ করা হবে

--- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের প্রতিটি গ্রামে অর্থাৎ দেশের ৬৮ হাজার ৩৮টি গ্রামে ১টি করে দুস্থ ও দরিদ্র পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হবে। প্রতিটি বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হবে ২ লাখ ৯৯ হাজার ৮৬০ টাকা। আগামী মার্চ মাস থেকে ২০২১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প শেষ হবে। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ৬০ লাখ এই ধরনের ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে আয়োজিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)দের

২ মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ্ কামাল।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পিআইওরা দেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। তাই সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগতে প্রতিমন্ত্রী পিআইওদের প্রতি আহ্বান জানান।

#

সেলিম/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮

১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হবে

---স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘দেশের ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে। দেশের নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু মৃত্যুহার ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে গ্রাম-গঞ্জেও ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের বিকল্প নাই। এজন্য কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসকসহ সেবা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাতে নিরাপদ অবস্থানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’

আজ রাজধানীর মালিবাগস্থ ভোরের কাগজ পত্রিকার কনফারেন্স রুমে ভোরের কাগজ ও এনজিও ফোরাম বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

দেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থা তুলে ধরে আলোচকগণের বিভিন্ন তথ্যাদির প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ‘দেশের ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতিটিতে ন্যূনতম ২টি করে ব্যবহারযোগ্য টয়লেট প্রদান করা হয়েছে। দ্রুতই পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।’

এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, ‘দেশে বর্তমানে ৭২ ভাগ সরকারি হাসপাতালে উন্নত ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট ব্যবস্থা রয়েছে। অবশিষ্ট ২৮ ভাগ টয়লেটের আধুনিকায়ন ও পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগও সরকার হাতে নিয়েছে।’

ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্তের উপস্থাপনায় আলোচনায় আরো অংশ নেন-জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সাইফুর রহমান, স্থানীয় সরকার বিভাগের জাতীয় পরামর্শক পলিসি সাপোর্ট-এর মনিরুজ্জামান, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ এর গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের বিভাগীয় প্রধান মোঃ আহসান হাবিব।

#

মাইদুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :২৭৭

**ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

‘‘ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা, পরবর্তীকালে ১১ দফা ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মহান স¦াধীনতা। পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। ফলে আরও তীব্রতর হয় স্বাধিকার আন্দোলন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধু-সহ ৩৫ জনকে বন্দি করে। এ মামলার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতা দুর্বার ও স¦তঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন গড়ে তোলে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করা এবং পাকিস্তানি সামরিক শাসন উৎখাতের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের এ দিনে সংগ্রামী জনতা শাসক গোষ্ঠীর দমন-পীড়ন ও সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেন। মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষণে নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান শহিদ হন। জনতার কঠিন রুদ্ররোষ এবং গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-সহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। আইয়ুব খানের স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়। অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মানুষের জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ন বিস্ময়। জাতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উপহার দিয়েছি। আসুন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে গড়ে তুলি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত, সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সকলকে একযোগে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি শহিদ মতিউর-সহ মুক্তি সংগ্রামের সকল শহিদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

ইমরুল কায়েস/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬

**নভেল করোনা ভাইরাসে সতর্কতা**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

নভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরসহ দেশের সাতটি প্রবেশ পথে ডিজিটাল থার্মাল স্ক্যানার এর মাধ্যমে আক্রান্ত দেশ থেকে আগত রোগীদের স্পর্শ না করে জ্বর পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। পাশাপাশি কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালকে রেফারেল হাসপাতাল হিসেবে নির্দিষ্ট রেখে সেখানে সঙ্গনিরোধ ওয়ার্ডও চিহ্নিত করেছে ।

সরকার ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থল ও নৌ বিমানবন্দর সমূহে ইমিগ্রেশন ও আইএইচআর স্বাস্থ্যডেস্কসমূহে সতর্কতা ও রোগের নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরসহ দেশের বিভিন্ন প্রবেশ পথসমূহে নতুন করোনা ভাইরাস স্ক্রিনিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রম গ্রহণসহ নতুন ভাইরাস সম্পর্কে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে।

চিকিৎসা কাজে স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ রোগ প্রতিরোধী পোশাক (PPE) মজুদ রাখা। বিমানের ভিতরের আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত সনাক্তকরণের জন্য বিমানের ক্রুদের মাধ্যমে যাত্রীদের মধ্যে হেলথ্ ডিক্লারেশন ফর্ম ও প্যাসেঞ্জার লোকেটের ফর্ম বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঝুঁকি সম্পর্কে ধারনা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ভাইরাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং দ্রুত যোগাযোগের জন্য সিডিসি এবং আইইডিসিআর এ মোট ৪টি হটলাইন প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্বাস্থ্যকর্মীগণ যারা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত আছেন, তাদের কেউ আজ পর্যন্ত আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া যায় নাই। আক্রান্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে কমিউনিটিগুলোতে অন্য কেউ আক্রান্তও হয় নাই। তবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে, সীমিত আকারের মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণ হতে পারে।

নভেল করোনা ভাইরাস এর লক্ষণসমূহ হলো জ্বর, শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাসসকষ্টের সাথে কাশি। যেহেতু ভাইরাসটি সম্পূর্ণ নতুন একটি ভাইরাস এবং এর ভয়াবহতা ও বিস্তার সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জানা এখনো সম্ভব হয় নাই। তাই ভ্রমণকালীন বিশেষ করে চীন থেকে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ হতে চীনে ভ্রমণকারীগণ সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকার জন্য স্বাভাবিক শ্বাসতন্ত্রের প্রতিরোধ ব্যবস্থা (মাস্ক) গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জনগণের জন্য করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তি হতে কমপক্ষে দুই হাত দূরে থাকতে হবে; আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে কিংবা সংক্রমণ স্থলে বার বার প্রয়োজন মত সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। ভ্রমণকালীন সময়ে জীবিত অথবা মৃত গৃহপালিত ও বন্যপ্রাণী থেকে দূরে থাকতে হবে। হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে রেখে কাশি দিতে হবে ও পরে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। যেখানে সেখানে কফ কাশি না ফেলার জন্যেও অধিদপ্তর থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

আয়শা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫

**২৬ জানুয়ারি জামালপুর-ঢাকা-জামালপুর রুটে চালু হচ্ছে নতুন ট্রেন**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

আগামী ২৬ জানুয়ারি ঢাকা-জামালপুর-ঢাকা রুটে নতুন আন্তঃনগর জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেন, উদয়ন ও পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনের রেক নতুন কোচ দ্বারা প্রতিস্থাপন, পাবনা এক্সপ্রেস ট্রেনের সেবা ঢালারচর এক্সপ্রেস নামে ঢালারচর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ এবং ফরিদপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের সেবা রাজবাড়ী এক্সপ্রেস নামে ভাঙ্গা পর্যন্ত বর্ধিত করণ প্রকল্প উদ্বোধন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে নতুন ট্রেন এবং সেবাসমূহ উদ্বোধন করবেন।

**জামালপুর এক্সপ্রেস** ঢাকা ছাড়বে সকাল ১০:৩০ টায় জামালপুর পৌঁছাবে বিকাল ৪.০৫ টায় এবং জামালপুর ছাড়বে ৫.৪৫ টায়, ঢাকা পৌঁছাবে ১১.৩০ টায়। ট্রেনটিতে এসি চেয়ার ১১০টি ও শোভন চেয়ার ৫১০টি সহ সর্বমোট ৬২০টি আসনের ব্যবস্থা থাকবে। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন হবে রবিবার।

জামালপুর হতে ঢাকা পর্যন্ত রেলপথে ‘জামালপুর এক্সপ্রেস’ ট্রেনটি চালু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে। তারাকান্দি-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব-টাঙ্গাইল হয়ে নতুন রুটে ঢাকা-জামালপুরের মধ্যে আন্তঃনগর এ ট্রেনটি পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর রাজধানী সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সমূহের সাথে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করতে পারবে। নতুন এই ট্রেনে ব্যবহৃত মিটারগেজ কোচসমুহ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থায়নে ‘বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য মিটারগেজ ও ব্রডগেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইন্দোনেশিয়ার পিটি ইনকা হতে সংগৃহীত। আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এ কোচ দ্বারা আন্তঃনগর ‘জামালপুর এক্সপ্রেস’ ট্রেন চালুর মধ্য দিয়ে রেল ব্যবস্থায় বাংলাদেশ রেলওয়ের আরো একধাপ এগিয়ে যাবে। অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা সম্বলিত প্রতিটি কোচ স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। ট্রেনটিতে প্রতিবন্ধী যাত্রীদের হুইল চেয়ারসহ চলাচলের সুবিধার্থে থাকছে মেইন ও টয়লেটের প্রশস্ত দরজা এবং নির্ধারিত আসনের সুবিধা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে রয়েছে পরিবেশ বান্ধব বায়ো-টয়লেট এবং আধুনিক ও উন্নত মানের রুফ মাউন্টেড এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট সম্বলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

এছাড়াও ফরিদপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের সেবা ‘রাজবাড়ি এক্সপ্রেস’ নামে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা পর্যন্ত এবং পাবনা এক্সপ্রেস ট্রেনের সেবা ‘ঢালারচর এক্সপ্রেস’ নামে পাবনা জেলার ঢালারচর পর্যন্ত বর্ধিত করা হচ্ছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম-সিলেট রুটে চলাচলরত ‘উদয়ন ও পাহাড়িকা এক্সপ্রেস’ ট্রেন এর রেক নতুন আমদানিকৃত কোচ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে।

#

শরিফুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৪

**দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল করা হয়েছে।

গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ‘শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার ৬ষ্ঠ শাহাদতবার্ষিকী আজ’ শিরোনামে অসত্য সংবাদ প্রকাশ করায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে পত্রিকাটির সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল করে।

#

ডায়ানা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৬১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৩

শিল্প মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী

**বিদ্যমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি অনুসন্ধানে কমিটি গঠনের নির্দেশ**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে কিনা সেটি অনুসন্ধানের   
জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি এসময় প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা বন্ধ করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন।

আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত ৩৪টি বাফার গোডাউন দেশীয় স্টিল ম্যানুফেকচারিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্মাণ করা হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। তিনি চিনিকলসমূহে সঠিকভাবে ইক্ষু সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা সেটি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে সারপ্রাইজ ভিজিটের মাধ্যমে তদন্তেরও নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অব্যবহৃত জমিতে আগামী অর্থবছরে বাস্তবায়ন শুরুর লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে । প্রতিমন্ত্রী এসময় দেশের সর্বত্র মানসম্মত পণ্য ও কারিগরি প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে সব জেলায় বিএসটিআই ও বিটাকের কার্যালয় সম্প্ররসারণের জন্য প্রকল্প গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন ।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, পরিকল্পনা কমিশন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭২

**ফিলিস্তিন থেকে ইসরাইলের অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নিতে**

**নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি বাংলাদেশের আহ্বান**

নিউইয়র্ক, ২৩ জানুয়ারি :

পূর্ব জেরুজালেমসহ প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে ইসরাইলের সব ধরনের অবৈধ স্থাপনা উঠিয়ে নিতে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদকে ‍ওআইসি’র পক্ষে আহ্বান জানালেন জাতিসংঘ নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। নিরাপত্তা পরিষদে ‘ফিলিস্তিনি প্রশ্নসহ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি’ শীর্ষক উন্মুক্ত বিতর্কে ওআইসি ও বাংলাদেশের পক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, এ ধরনের হুমকি ও সহিংসতা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে পারে না। ইসরাইলের প্রতি শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনসমূহ বিশেষ করে রেজুলেশন ২৩৩৪ এর বাস্তবায়নে ইসরাইলকে বাধ্য করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপরই বর্তায়।

ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরাইল কর্তৃক সৃষ্ট অপরাধের তদন্ত শুরু করার যে পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গ্রহণ করেছে তা স্বাগত জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি আশা প্রকাশ করেন আইসিসি দ্রুততার সাথে এটি বাস্তবায়ন করবে। স্থায়ী প্রতিনিধি আরো বলেন, ইসরাইলের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সহিংসতার দায়দায়িত্ব নিরূপণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই কেবল বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ হতে পারে।

জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবসমূহ, আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত ‘টার্ম অভ্ রেফারেন্স’ ও দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান কাঠামোর ভিত্তিতে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বহুপাক্ষিক রাজনৈতিক শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরো দায়িত্বের সাথে ও গঠনমূলকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭১

**বীমা মেলা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ জানুয়ারি বীমা মেলা-২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে খুলনা জেলায় ৪র্থ ‘বীমা মেলা-২০১৯’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি মেলার আয়োজক-গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে সকল সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের জীবনের এবং সম্পদের ব্যবস্থাপনায় আর্থিক সুরক্ষার মাধ্যম হিসেবে বীমা শিল্প একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। এ লক্ষ্যে বীমা শিল্পের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা ২০১০ সালে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ও বীমা আইন-২০১০ প্রণয়ন এবং ২০১৪ সালে জাতীয় বীমা নীতি প্রণয়ন করি। বীমার চাহিদা প্রসার এবং বীমা শিল্পের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধির জন্য আমরা অটোমেশন পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে সনাতনী বীমা থেকে আধুনিক ডিজিটাল বীমা ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

আমরা জনসাধারণের জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা, সার্বজনীন পেনশন, কৃষি বীমা এবং শিক্ষা বীমা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য প্রবাসী বীমা প্রচলন করেছি। বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, অটিস্টিক শিশুর সুরক্ষা, বেকারত্ব এবং মাতৃত্বকালীন ঝুঁকির ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় বীমাকে একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী দশকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্পসমূহের সুরক্ষা, বৃহৎ অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের সুরক্ষায় বীমা শিল্প বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বীমার উপকার ও সুবিধা সম্পর্কে দেশবাসীকে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে বীমা মেলা একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম হতে পারে। উন্নত বিশ্বের মতো সর্বক্ষেত্রে বীমা শিল্পের ব্যবহার নিশ্চিত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমি ‘বীমা মেলা-২০১৯’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১১.৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০

**বীমা মেলা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘বীমা মেলা-২০১৯’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ‘বীমা মেলা ২০১৯’ খুলনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত গ্রাহকসাধারণ এবং বীমা সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বীমা শিল্প বিশ্বে আর্থিক এবং সামাজিক নিরাপত্তার অন্যতম একটি সেবা ব্যবস্থা। বীমা শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা ও ব্যক্তিকে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির বিপরীতে বীমা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সুরক্ষা দিয়ে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে দেশের বীমা কোম্পানিসমূহকে রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং তখন থেকেই বাংলাদেশে বীমা শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়ছে। একই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। এসব শিল্প ও সেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট সম্পদের অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বীমা বিশ্বব্যাপী একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা। দেশের টেকসই উন্নয়নে বিভিন্ন আর্থিক খাত বিশেষ করে বীমা খাতের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব অর্জন অপরিহার্য। বীমা খাতের উন্নয়নে উদ্ভাবনী বীমা পলিসি বিপণনের কাজে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্রবীমা উদ্ভাবনী পলিসির প্রচলন বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি। ‘বীমা মেলা ২০১৯’ আয়োজনের মাধ্যমে দেশে বীমা খাতের প্রচার এবং প্রসার ঘটবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘বীমা মেলা ২০১৯’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/*আসমা/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা*